প্রথম আলো

তারিখ 17 JUN 2003

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতির শেষ কোথায়?

নুরুল ইসলাম নাহিদ

অগ্রসরমান চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকালে জাতি হিসেবে আমাদের সামনে সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্তব্যের তালিকার শীর্ষে শিক্ষাকে অবশ্যই স্থান দিতে হবে। বর্তমান উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বিশ্বে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুগোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াই হবে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় অবদান। সেই সঙ্গে দেশে নিরক্ষরতা এবং সাধারণ শিক্ষার নিম্নমান ও দুর্বল ভিত্তি এখনো বড় সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। তাই আমাদের একদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করা, অন্যদিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সাধারণ শিক্ষার মান উন্নত ও ভিত্তি মজবুত করার জন্য উভয় কর্তব্যকেই অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান দিতে হবে। পশ্চাৎমুখী চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যত মত-পথ আমাদের মধ্যে থাকুক না কেন, এ বিষয়ে সম্ভবত আমাদের দ্বিমত করার কোনো কারণ থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন তো হচ্ছেই না, বরং যা হচ্ছে তা আমাদের শিশু-কিশোর বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সত্যিই ভয়াবহ। অপরিণামদর্শী সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ থেকে আমরা কি প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে আলোকিত ও উন্নত করে দিতে পারব?

কোনো গভীর বিশ্লেষণ বা তথ্য জরিপে না গিয়েও দৈনন্দিন পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকেই পরিস্থিতির ভয়াবহতা ফুটে ওঠে। সম্প্রতি পরিস্থিতির অবনতির ফলে সংকট গভীরতর হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিস্থিতি শুধু হতাশাজনকই নয়, সেখানে এক ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোনো দিকনির্দেশনা নেই। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও দলীয় রাজনীতির কোপানলে পড়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্যহীন অজানা অন্ধকারে ডুবতে বসেছে।

আমাদের জাতির দুর্ভাগ্য যে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা ও সংকট নিরসনের জন্য কোনো কার্যকর উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না বরং যা হচ্ছে এবং যেভাবে চলছে তাতে এগুলো আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, জটিল হচ্ছে। সরকারের কোনো দিকনির্দেশনা দূরে থাক, সাধারণ দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা বা কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য কোনো ধরনের কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণেও যে সক্ষম হচ্ছে না তা তো পদে পদেই দেখা যায়। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব প্রমুখ মূল পরিচালকদের মধ্যেই যে ন্যূনতম কোনো সমন্বয় পর্যন্ত নেই তা তো তারা নিজেরাই সংবাদ সম্মেলনে বসে সকলের সামনেই প্রমাণ করেছেন। পরীক্ষা পরিচালনা ও নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে [illegible]

জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মন্ত্রিসভায় বিগত সরকারের তৈরি শিক্ষানীতি গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে না—ভোটে শিক্ষানীতি বাতিল করে দেওয়া হয়।' এই শিক্ষানীতির ভালো-মন্দ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যার জন্য তা বাতিল করা হলো, এ ধরনের কোনো বিষয় কোনো প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি। খবর নিয়ে যতটুকু জানা গেছে তা হলো, শিক্ষানীতির ভেতর ভালো-মন্দ কী আছে তা দেখার ব্যাপার নয়, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তৈরি করা হয়েছে, সুতরাং বাতিল করতে হবে—এটাই হলো আসল কথা।

মজার বিষয় হলো, জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত বিএনপি সরকার বা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে প্রথম দফা বিএনপি সরকার প্রায় ১০ বছর দেশ শাসন করলেও কখনোই শিক্ষানীতি প্রণয়নের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তবে তারা তাদের আগের সরকার কর্তৃক রচিত শিক্ষানীতিগুলো বাতিলে বা অকার্যকর করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার অতি গুরুত্বসহকারে স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানী ড. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে। ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশন স্বাধীন দেশের উপযোগী, যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে এবং তার সহকর্মীদের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

অগ্রসরমান চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকালে তালিকার শীর্ষে শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে

ষাটের দশকের প্রথম দিকে সামরিক শাসক আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসক-লোকদের স্বার্থে প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষানীতি' ও 'হামুদুর রহমান কমিশনের [illegible]

গণমুখি আধুনিক শিক্ষানীতি তৈরি করে। পরে বাস্তবায়ন, অর্থায়ন ও অন্যান্য টেকনিক্যাল দিকসহ সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তা চূড়ান্ত করে।

আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন শুরু হয়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা না দিয়ে তা বাতিল করে দেয়। এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোনো আপত্তি এবং কোনো প্রয়োজনীয় সংশোধনী থাকলে তা সুনির্দিষ্ট করে সরকার দেশবাসীকে জানাতে পারত। শিক্ষাবিদ, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা সভা করে তা উন্নয়ন করে মতামত গ্রহণ করতে পারত। শিক্ষানীতির যেসব দিক বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে তা মূল্যায়ন করা যেত। জাতীয় সংসদে পুনরায় আলোচনা হতে পারত। এই শিক্ষানীতির সব বিষয়ই শতকরা ১০০ ভাগ ত্রুটিহীন বা এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না, একথা আমি মনে করি না। এর চেয়ে আরো ভালো কোনো পয়েন্ট বা প্রস্তাব থাকতে পারে। এই শিক্ষানীতির রচয়িতারাও বলছেন, বাস্তবে প্রয়োগ করলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন, উন্নয়ন ও সংশোধন প্রয়োজন হবে এবং এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কোনো ধরনের যুক্তিসঙ্গত কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে শুধু আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রণয়ন করা হয়েছে—এ কারণেই শিক্ষানীতি বাতিল করে দেওয়া কোনোভাবেই সমীচীন হয়নি। শেষ পর্যন্ত শিক্ষানীতিও সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতি ও প্রতিহিংসার শিকার? দুর্ভাগ্য আমাদের জাতির। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে ৩০ লাখ শহীদের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করে তিন দশকের বেশি সময় অতিক্রম করেও একটি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় হোক, তাতে কোনো আপত্তি করছি না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ও মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব কীভাবে পূরণ হবে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পরিবেশ কতটুকু আছে তাও তো দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। যেসব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তার কতটুকু কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূরণ করা হয়েছে তাও তো দেখা দরকার। তা না হলে পরিণামে ফলাফল কী দাঁড়াবে?

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলো তো আরো ন্যক্কারজনক। যা চলছে তাকে কেলেঙ্কারি বললে বেশি হবে না। জোট সরকার ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত ইতিহাস ও ভুল তথ্য সংযোজন বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও তথ্য বিকৃত করে পরিকল্পিতভাবে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। পুস্তক মনোনয়ন, ছাপা, ক্রয়, বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণ লুটপাট এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে শুধু ভুল ও অনুপযোগীই নয়, বিকৃত রুচির ক্ষতিকর বই শিশু-কিশোরদের পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। তার কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। অযোগ্য লেখক ও প্রকাশকের বই কেনার নামে অর্থ লুটপাট ও ব্যাপক দুর্নীতির যেসব অবিশ্বাস্য অথচ বাস্তবে সত্য কাহিনী দিনের পর দিন প্রথম আলোসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা এতই ব্যাপকভাবে আলোচিত-সমালোচিত যে, এখানে পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। জনগণের কোটি কোটি টাকা কীভাবে বিভিন্ন খাত ও প্রকল্পের নামে আত্মসাৎ ও লুটপাট করা হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে প্রথম আলোতে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। 'শিক্ষাক্রম পরিবর্তন না হলেও' শুধু বইয়ের আকার পরিবর্তনের জন্য ৭০ কোটি টাকা ক্ষতি এবং মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপানোর কাজে নানা দুর্নীতির মাধ্যমে প্রায় ৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ' সম্পর্কে প্রথম আলো ১ মে ২০০২-এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও চাপ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাদের মতামত ও ন্যায্য দাবি-দাওয়া উপেক্ষিত। শুধু বিএনপি ও জামায়াতের দলীয় আনুগত্য না থাকার কারণে বহু শিক্ষককে তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে গায়ের জোরে সন্ত্রাসী কায়দায় বের করে দেওয়া হচ্ছে। একজন সরকারদলীয় সংসদ সদস্য তার এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রায় ২০০ শিক্ষক-কর্মচারীকে বিতাড়ন করেছেন বলে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছে। ২০০২ সালে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে [illegible]